লাগে, রং নষ্ট হয়ে যায় এবং পোকা লাগে এতে বীজ নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য বীজের পাত্র অবশ্যই মাটি থেকে উপরে রাখতে হবে।

মাটির পাত্র ছাড়াও প্লাস্টিক ড্রাম, টিন বা অন্যকোন ধাতব পাত্রেও বীজ রাখা যায়। যেকোন পাত্রেই বীজ রাখা হোকনা কেন পাত্রের মুখটি যেন ভালোভাবে বন্ধ করা হয় যেন বাতাস চলাচল করতে না পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে বীজ যত ভালই হউক না কেন তা যদি ভালোভাবে সংরক্ষণ করা না যায় তবে সে বীজ ভালো থাকবে না। তাই বীজ ভালো রাখার জন্য ভালো সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আবার জেনে নেই ঃ

- বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ পাত্র আগেভাগেই ধুয়ে মুছে পরিস্কার করে শুকিয়ে রাখতে হবে।
- বাছাই করা শুকনা বীজ ঠান্ডা করে পাত্রে উঠাতে হবে।
- বীজ পাত্রের গলা পর্যন্ত ভরাট করে রাখলে পাত্রে বাতাস থাকবে না। বীজ কম থাকলে শুকনা ছাই দিয়ে ভরাট করতে হবে।
- বীজ পাত্রে শুকনা নিম, বিষকাটালী বা ন্যাপথালিন ব্যবহার করলে বীজে পোকামাকড় কম লাগবে।
- বীজ পাত্রের ঢাকনা শক্ত করে বন্ধ করতে হবে যেন বাতাস না ঢোকে।
- বীজ পাত্র মাটির হলে আলকাতরা বা অন্য রংয়ের প্রলেপ দিয়ে বায়ুরোধী করে নিতে হবে।
- বীজ পাত্রটি মাটি থেকে উপরে মাচায় বা টেবিলে রাখতে হবে।

রচনা ও সম্পাদনায়
ডঃ এম এ তাহের মিয়া, প্লান্ট প্যাথলজি বিভাগ
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর
এ কে এম জাকারিয়া, উপ-পরিচালক, আর ডি এ, বগুড়া
প্রচার ও প্রকাশনায়
ব্রি, আর ডি এ, ব্র্যাক, জি কে এফ, প্রশিকা, কেয়ার এবং ওয়েব ফাউন্ডেশন
সহযোগীতায়
পেট্রা, ইবি
বাড়ি ৩৬, সড়ক ২৩, ব্লক জে, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮১৭৬৩৬-৪০ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৮২৭২১০
ই-মেইল: petra@bdonline.com ওয়েব সাইট: www.petra-irri.org
প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৪

কৃষক পর্যায়ে বীজ ধান সংরক্ষণ কৌশল

রাইস সীড হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট, সাব-প্রজেক্ট

কৃষক পর্যায়ে বীজ ধান সংরক্ষন কৌশল

ফসলের বীজ জীবন্ত বস্তু। এই জীবন্ত বস্তুটিকে পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে যে কাজ করতে হয় সেগুলিকেই বীজ সংরক্ষণ কৌশল বলে।

সংরক্ষণকালীন বীজের জীবন এবং বীজ মান নির্ভর করে বীজের মধ্যকার পানি বা রসের পরিমানের উপর। ঠিকমত না শুকিয়ে বীজ সংরক্ষণ করা হলে অতিরিক্ত রসের কারনে গুদামে বীজ নরম, গরম আর ভেজা-ভেজা

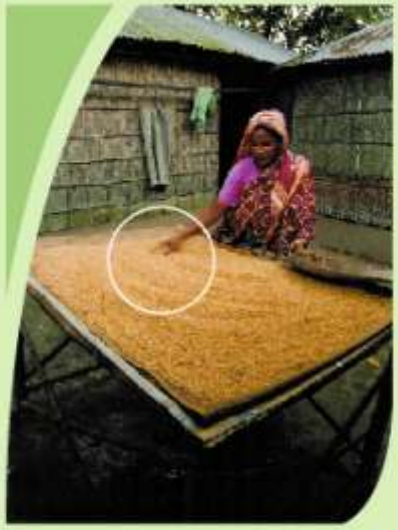

সংরণের জন্য বীজ ধান ৩/৪ টি রোদ দেওয়া জরুরী

থাকে। এই অবস্থা রোগ আর পোকার আক্রমনের জন্য অত্যন্ত অনুকুল। এছাড়া গরম ও স্যাঁত সেঁতে অবস্থার জন্য বীজ অনেকসময় গুমিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমন বীজ দিয়ে কোনভাবেই ভাল ফসল আশা করা যায় না।

সংরক্ষণের জন্য বীজ ধান ৩/৪ টি রোদ দেওয়ার পর, দাঁত দিয়ে কাঁটলে কট্ কট্ শব্দ হওয়ার পরও আরো একদিন রোদ দিতে হবে।

দাঁত দিয়ে কাঁটলে কট্ কট্ শব্দ হওয়ার পরও আরো একদিন রোদ দিতে হবে

বীজের পাত্র ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রোদ দিয়ে শুকাতে হবে, এতে করে ঐ পাত্রের গায়ে কোন পোকা-মাকড়ের ডিম থাকলে তা নস্ট হয়ে যাবে।

মাটির কলসি বা মটকায় বীজ রাখার সময় পাত্রটি আলকাতরা বা রং দিয়ে উভয় দিকে প্রলেপ দিতে হবে। এতে করে পাত্রের গায়ে সুক্ষ্ম ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় ফলে বাতাস ঢুকে বীজ নষ্ট করতে পারে না। পাত্র যত বেশী খালি থাকবে তাতে তত বেশী বাতাস থাকবে ফলে বীজধান তাড়াতাড়ি নস্ট হয়ে যাবে। তাই পাত্রের খালি অংশ শুকনা ছাই দিয়ে ভর্তি করে রাখতে হবে।

বীজের পাত্রে শুকনো বিষকাটালি, নিমপাতা, তামাক পাতা, ন্যাপথালিন ব্যবহার করলে বীজে পোকামাকড় ধরে না।

বীজের পাত্র মাটিতে রাখলে মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে বীজ দলা

বীজের পাত্রে শুকনো বিষকাটালি, নিমপাতা, তামাক পাতা, ন্যাপথালিন ব্যবহার করলে বীজে পোকামাকড় ধরে না।